নতুন প্রজন্মের ভাবনা

গোলাম নবী জুয়েল

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও তথ্যাস্ত্র

নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব দিচ্ছে যারা, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার হবে যেসব তরুণেরা তারা এখন ছাত্র। তারা ছাত্র সংগঠন করে। কেউ সংগঠনের কর্মী, সদস্য, কেউ বা নেতা। অন্য একদল রয়েছে যারা কোন সংগঠনের পতাকাতলে না দাঁড়িয়েও সচেতন নাগরিক রূপে গড়ে উঠছে। কমপিউটার জগৎ এমনি এক ঝাঁক তরুণের নিকট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছিল। সাতটি ছাত্র সংগঠনের নিকট থেকে ছয়টি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর এবং তিনজন ছাত্রের নিকট হতে ১টি প্রশ্নের জবাব **কমপিউটার জগৎ পত্রিকাকে সুযোগ করে দিয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে বর্তমান প্রজন্মের ভাবনাকে সংরক্ষণ করবার।**

এই সাথে ছাত্র সংগঠনগুলোও ভবিষ্যতে সুযোগ পাবে তাদের বর্তমান বিশ্বাস ও কর্মসূচীর সাথে ভবিষ্যৎ বাস্তবতাকে মিলিয়ে নেবার।

সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্সসহ তথ্য প্রযুক্তির আরো যেসব বাহন আছে বর্তমান সময়ে তাদের কেন্দ্রে যে বস্তুটি নিজের গুণে অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে সেটি হল কমপিউটার। রাজনৈতিক নির্বাচনের প্রচারণা এবং এর ফল তৈরীতে উন্নত বিশ্বে কমপিউটার নির্ভর তথ্য প্রযুক্তির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশ ও তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক ব্যবহারে মনোযোগী হয়েছে। আমাদের দেশ এই পথে সবেমাত্র এগোচ্ছে।

গত সংবাদ নির্বাচনের পরে গাজীপুর জেলার পরাজিত একজন সংসদ সদস্য প্রার্থী ভোট পুনঃ গণনার আবেদন জানায়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশন তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু নাছোড়বান্দা প্রার্থীর আবেদন নিবেদনে নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ত ভোট পুনঃ গণনা করেছিল। এই ঘটনা উল্লেখ করে ঢাকা বিভাগের সহকারী নির্বাচন কমিশনার জনাব সাদেক আলী খান বলেন, 'নির্বাচনে কমপিউটার ব্যবহারের ব্যাপক সুবিধা থাকলে যে কোন অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি তাৎক্ষনিকভাবে করা যেত।'

ছাত্র নেতারাও প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মত রাজনৈতিক নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করছেন কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ব্যবহারের বেশ অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা তারা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নাসির উদ-দুজা মনে করেন আমাদের দেশে তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের অবকাঠামোই এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। আর্থ সামাজিক অবস্থাকে দায়ী করেছেন রাবসুর সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বা-কা) সভাপতি রুহুল কুদ্দুস বাবু। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রচার মাধ্যম সরকারী প্রভাবমুক্ত হবার বিষয়টিকে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে শত প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ধীরে ধীরে অপরিহার্য হয়ে উঠবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। তথ্য প্রযুক্তির আধুনিকতম অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে ছাত্রলীগ সভাপতি মোঃ মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী মঈনু মনে করেন সংগঠনে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে তারা এখনও প্রারম্ভিক পর্যায়ে রয়েছেন। তবে এ বিষয়ে তার দলের গভীর পর্যবেক্ষণ ও আগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করতে তিনি ভুলেননি। বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি রাশীব আহসান মুন্না রাজনৈতিক নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগকে স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করে এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নেয়ার মত কিছুই নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন। ব্যবহারে আগ্রহ থাকলেও অর্থের অভাবে কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের কাজ শুরু করতে পারছে না বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বা-কা)। অর্থনৈতিক সমস্যার কথা অন্যেরাও বলেছেন। তারপরও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ছোট আকারে হলেও তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক সংজ্ঞায় ব্যবহার শুরু করেছে। ছাত্র শিবিরের সভাপতি আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ কমপিউটার জগৎকে জানায়, আমরা সনাতনী দলিপত্র, প্রফর্মা ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের কর্মী, অন্যান্য সংগঠন ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। টেলিফোনের পাশাপাশি বর্তমানে নিজস্ব ফ্যাক্স ব্যবহার করছি এবং একটি কমপিউটারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। অডিও ভিডিও কর্মসূচীর মাধ্যমে আমরা তথ্যকে আরো বেশী বাস্তবভাবে সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। শিবির সভাপতি ১৯৯৩ সালের জুন নাগাদ একটি নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার বিভাগ গড়ে তোলার পরিকল্পনার বিষয়টিও জানান। এছাড়া বর্তমানে পরিচিত জনদের কমপিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে সংগঠনের ইতিহাস, সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি ডিস্কবদ্ধ করার কাজ হচ্ছে বলেও তিনি জানান। অন্যের কমপিউটার ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলা উপজেলার ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি, দলের অভ্যন্তরীন কাজ করছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। সংগঠনের সভাপতি জানান, 'আমাদের দক্ষ জনশক্তি রয়েছে কিন্তু অর্থ নেই। তবে আশা করছি আগামী বছরের শুরুতে আমরা নিজস্ব কমপিউটার বিভাগ গড়ে তুলতে পারব।' ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে সংগঠনের সম্মেলনের রিপোর্ট তৈরীর কাজে প্রথম কমপিউটার ব্যবহার করে।

কমপিউটার জগৎ এর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রদলের নেতা খায়রুল কবীর খোকন বলেন, 'প্রযুক্তি শ্রেণী নিরপেক্ষ, এর প্রয়োগক্ষেত্র সার্বজনীন। এক্ষেত্রে দেশের উন্নয়ন, গোষ্ঠীগত উন্নয়নে যে কেউ এ ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করলে আমরা স্বাগত জানাব।' প্রযুক্তির বিকাশে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে সাথী হওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছে ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্র শিবির, ছাত্রলীগ (বা-কা) ও ছাত্র ইউনিয়ন। কিন্তু ভিন্নসুরে কথা বলেছে ছাত্র মৈত্রী। ছাত্রমৈত্রীর রাশীব আহসান মুন্না বলেছেন, 'প্রযুক্তি বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে নয় বরং আমরা নিজস্ব প্রয়োজনে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করে থাকি।'

এবার দেখা যাক তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে কে কি বলেছেন।

খায়রুল কবীর খোকন বলেন, 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক ধারাকে আরও বিকশিত করতে সহায়তা করবে। মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী মঈনু বলেন, 'স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, মতবিনিময় ও জনমত গঠনে সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে।'

আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বলেন, 'তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে আজ মানুষ দূরের বিষয়কে একেবারে হাতের কাছে দেখতে পাচ্ছে, জানতে পারছে অজানাকে, শরিক হতে পারছে নৈমত্তিক পরিবর্তনের সাথে যা তার মনকে নতুনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি প্রদান করছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী সবমহলকেই তথ্যপ্রযুক্তিতে স্বনির্ভর ও অগ্রসর হয়ে জনগণের মাঝে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে হবে।'

নাসির উদ দুজা বলেন, 'সম্পূর্ণভাবে একমত। আমরা যা বলি যা করি তার সাথে জনগণের দূরত্ব ব্যাপক। তুলনামূলক বিচারের সুবিধা এনে দিতে পারে তথ্য মাধ্যম।'

রুহুল কুদ্দুস বাবু বলেন, 'তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে গণমাধ্যম সমূহ। গণমাধ্যমে সবার অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও ধারণাকে এগিয়ে দিতে পারে।'

বেলাল চৌধুরী বলেন, 'কোথাও দিয়েছে কি? কোন দেশে গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও ধারণা সম্পূর্ণরূপে ঐ দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। গণতন্ত্রের অর্থ হল অধিকারের সাম্য। এই সাম্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন সেটা এ ব্যবস্থায় কজনের আছে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি যত উন্নতই হউক তা সরকার বা পুঁজিপতি শ্রেণীরই নিয়ন্ত্রনে থাকে। এজন্যই বর্তমান

ছাত্র সংগঠনগুলোর নিকট যে প্রশ্নগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল কমপিউটার জগৎ

১। আপনার কি মনে হয়, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মত রাজনৈতিক নির্বাচনেও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ এদেশে ধীরে ধীরে অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

যদি তাই মনে হয় তবে বলুন এ লক্ষ্যে আপনারা কিভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

২। আপনার প্রতিপক্ষ কোন ছাত্র সংগঠন দলীয় ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে অনুরূপ প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করলে আপনারা তার প্রতি সমর্থন দেবেন কি? এবং নিজেরা সমতুল্য কর্মসূচী গ্রহণ করে প্রযুক্তিগত বিকাশে সহায়তা করবেন কি?

৩। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও ধারণাকে এগিয়ে দিচ্ছে বিরাটভাবে। এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি?

৪। মূল দলকে তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক ব্যবহারে কোন পরামর্শ আপনারা দিয়েছেন কি? না দিয়ে থাকলে দেয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৫। কমপিউটার জগৎ মনে করে সরকার ও বিরোধী দলগুলো সচেতন হলে, তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোতে আগ্নেয়াস্ত্রের বদলে তথ্যাস্ত্র সরবরাহ করলে বর্তমানের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের মাত্রা ধীরে ধীরে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। এ ব্যাপারে আপনার কি মত?

৬। রাজনীতিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার প্রসঙ্গে আপনার আরো কিছু বলবার আছে কি?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও ধারণাকে নয় পুঁজিপতির মুনাফাকে বিকশিত করছে।'

রাগীব আহসান মুন্না বলেন, 'যে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী অশিক্ষার কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানের মত মৌলিক অধিকার উপেক্ষিত। সেখানে গণতন্ত্রের ধারণার সাথে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা বিবেচনার দাবী রাখে না।'

চার নংপ্রশ্নের জবাবে ছাত্রদল জানায় বিষয়টি তাদের বিবেচনাধীন রয়েছে। ছাত্রলীগ (ম-ই) জানিয়েছে তারা পরামর্শ দিয়েছে। অন্যদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র মৈত্রী জানিয়েছে তাদের কোন মূল দল নেই। ছাত্র শিবির জানিয়েছে তারা কারো অংগসংগঠন না হলেও বৃহত্তর রাজনৈতিক অংগনে কর্মসূচীগত মিল থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামীকে পরামর্শ দিয়েছে। শিবির সভাপতি এ প্রসঙ্গে জানান, 'জামায়াতে ইসলামী ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর থেকে কমপিউটার ব্যবহার করছে।'

আমাদের জানামতে আওয়ামী লীগ সম্প্রতি তাদের দলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে ৮টি কমপিউটার ক্রয় করেছে। তাছাড়া বিএনপি ও জাতীয় পার্টিও কমপিউটার ব্যবহার করছে। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট নভেম্বর '৯২ সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন নাজীম উদ্দিন মোস্তান। আগামী সংখ্যায় নাজীম উদ্দিন মোস্তান বাংলাদেশের রাজনীতিতে কমপিউটারের ব্যবহারের উপর বিস্তারিত লিখবেন।

মূল প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। কমপিউটার জগৎ তার পঞ্চম প্রশ্নে একটি বিশ্বাস ও নতুন মতবাদের কথা বলেছে। কমপিউটার জগৎ অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুঃখিত মনে লক্ষ্য করছে এদেশে রাজনীতিকরা ডাসিটির ছেলেদের ডেকে বিষয় ওয়ারী প্রতিপক্ষের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা গবেষণামূলক অন্বেষার মাধ্যমে উদঘাটনের শিক্ষা না দিয়ে, প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার জন্যে বারুদ ও অস্ত্রে ভরে তোলেন জ্ঞানদায়িনী শিক্ষাপীঠ। অথচ সরকার ও বিরোধী দলগুলো সচেতন হলে, তাদের ছাত্রসংগঠনগুলোতে আগ্নেয়াস্ত্রের বদলে তথ্যাস্ত্র (যেমন ঃ ফ্যাক্স, টেলেক্স, টেলিফোন, কমপিউটার) সরবরাহ করলে, ছাত্র সংগঠনগুলো কমপিউটরে তাদের দলের সফলতা এবং প্রতিপক্ষের ব্যর্থতার তথ্যভাণ্ডার গড়ায় ব্রতী হলে অস্ত্রের ঝনঝনানি যেমন বন্ধ হবে তেমনি তরুণ মেধা তাদের কাজের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পাবে। আমরা বিশ্বাস করি কাজ বাড়লে তরুনদের মন থেকে হতাশা দূর হবে। তখন তাদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আসবে। এবং একটা সময়ে সকলের প্রচেষ্টায় তথ্য বিনিময় রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের মাত্রা শূন্যের কোঠায় পৌছবে।

কমপিউটার জগৎ এর বক্তব্যের সাথে কিছুটা একমত হয়ে প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন, আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ ও নাসির উদ দুজা। নাসির উদ দুজা বলেছেন, 'অস্ত্রের ব্যবহার যারা করছে তারা বর্তমানের রাজনীতির চর্চা করার কারণে এমনটা করছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চা ক্যাম্পাস ও ক্যান্টনমেন্ট থেকে জনগণের নিকট নিয়ে যেতে হবে।' আর আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ বলেছেন, 'অনেকের কাছেই তথ্যাস্ত্র বিরাজমান থাকার পরও তারা আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত রাজনৈতিক চর্চার কারণে। তাই শুধুমাত্র তথ্যাস্ত্র সমৃদ্ধ হলেই চলবে না এর পাশাপাশি সবার মধ্যেই পরমতসহিষ্ণুতা, আত্মপর্যালোচনা ও দেশপ্রেমের অনুভূতি তীব্রতর করতে হবে। " ছাত্রদলের খায়রুল কবীর খোকন বলেছেন, 'কমপিউটার সন্ত্রাসের মাত্রা ধীরে ধীরে কমানোর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করি।' কমপিউটার জগৎ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে ছাত্রলীগ (বা-কা), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এবং ছাত্রমৈত্রী। কিন্তু একমতও হয়েছেন কেউ কেউ। ছাত্রলীগের সভাপতি মোঃ মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী মঈনু বলেন, 'চরদখলের মত হল দখল করে ছাত্র রাজনীতি করা একটা মধ্যযুগীয় ধারণা। এবং এটি একটি অচল ধারনা,.....সন্ত্রাস দমনে সরকারেরই মুখ্য ভূমিকা থাকা উচিত। এক্ষেত্রে বিরোধীদলের ভূমিকা পরিপূরক। সরকারের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা এবং নিরপেক্ষতা থাকলে প্রচলিত আইনের সন্ত্রাস দমন সম্ভব হত। 'কমপিউটার জগৎ'-এর ধারণার সাথে আমিও একমত যে, দলগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোতে আগ্নেয়াস্ত্রের পরিবর্তে তথ্যাস্ত্র সরবরাহ করলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মাত্রা ধীরে ধীরে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।'

ছয় নম্বর প্রশ্নের জবাবে ছাত্রমৈত্রী বিজ্ঞানের সৃজনশীল সৃষ্টিকে স্বাগত জানানোর কথা বলেছে। তথ্য প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে ছাত্রলীগ (বা-কা)। ছাত্রইউনিয়ন ছাত্রলীগ (বা-কা)-র কথার সাথে কথা জুড়ে দিয়েছে এভাবে 'বর্তমান অবস্থায় রাজনীতিতে এর প্রয়োগ অধিকমাত্রায় ঘটলে ঘোড়ার আগে গাড়ী চলার মত অবস্থা হবে।' সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট মনে করে পুঁজিবাদী বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের চিন্তাকে আসলে পুঁজিপতি শ্রেণীর ভিজাইন অনুযায়ী শৃংখলিত করা হচ্ছে। ছাত্রলীগ (ম-ই) মনে করে, 'এদেশে রাজনীতিতে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োজনীয় পরিমানে ব্যবহারের সম্ভাব্য অন্তরায় হচ্ছে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও নিরপেক্ষতা।' একই প্রশ্নের জবাবে খায়রুল কবীর খোকন 'আপাতত নেই' লিখলেও ছাত্রশিবিরের আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ লিখেছেন, 'আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তিনটি কথা বলার আছে।

ক) বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে বৃহত্তর জনগণ এখনও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক আওতায় এসে পড়েনি।

খ)প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই তথ্য প্রযুক্তিতে নিজস্ব শক্তি অর্জনের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

গ) তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের নামে মিথ্যা, বানোয়াট, ও উস্কানীমূলক প্রচার প্রচারণা পরিহার করতে হবে।'

তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক উপাদান কমপিউটার, শিক্ষাঙ্গনে অগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার এবং তথ্যাস্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানার জন্যে আমরা ছাত্র নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন মেধাবী তরুণ ছাত্রের সাথেও আলাপে অংশ নেই। এদের প্রত্যেকের পাঠ্যসূচীতে কমপিউটার বিষয়ক জ্ঞানবস্তু রয়েছে। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ৩য় বর্ষের ছাত্র আজম আল আজাদ বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু তার আগে প্রয়োজন সঠিক তথ্য গ্রহণে সচেতনতা তৈরী করা। কারণ আগ্নেয়াস্ত্র যদি ব্যবহার হত শুধুমাত্র সচেতনার অভাবে তবে তথ্যাস্ত্র নিঃসন্দেহে এর বিকল্প হতে পারত কিন্তু যেহেতু তা নয়, তাই তথ্যাস্ত্র এই মুহূর্তে রাজনীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। যার ব্যাপক বিস্তারে আমি আশাবাদী। ' একই প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র ওয়াসি-উর-রহমান বলেন, 'তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধুনিক উপাদান কমপিউটার ব্যবহারে রাজনীতি যেমন সমৃদ্ধ হতে পারে তেমনি বেকার সমস্যা দূর হতে পারে। যেহেতু ছাত্ররা ভবিষ্যতে দেশ চালাবে তাই ছাত্র সংগঠনগুলোতে এখনই এর ব্যবহার করা প্রয়োজন।' পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র কাজী মঈনুল হক বলেন একদমই ভিন্ন কথা। তিনি বলেছেন, 'তথ্য প্রযুক্তির উপাদান কমপিউটার ব্যবহারে রাজনীতির বিভ্রান্তি দূর করা সহজ হবে। কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। কারণ সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করে যত না রাজনীতির কারণে তার চেয়ে বেশী ভিন্ন কারণে।'

আমরা, কমপিউটার জগৎ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তথ্য প্রযুক্তি এবং রাজনীতি সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ভাবনাকে তুলে এনেছি। আলাপকালে তাদের চিন্তা চেতনায় আমাদের বিশ্বাস ও উপলব্ধির যোগ ঘটাতে চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য একটিই নিরন্ধ্র অন্ধকার যুগে প্রবেশের আগেই তথ্য প্রযুক্তির আলোকিত ভুবন জয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে একটি সুখী সুন্দর সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও দেশ গড়ে তোলা।আমরা কতটুকু সফল হয়েছি তা নির্ধারণ করবে কমপিউটার জগৎ এর বর্তমান ও ভবিষ্যত পাঠকেরা।

" জনগণের হাতে কমপিউটার চাই - "
আন্দোলন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে

স্বল্পমূল্যে কমপিউটার

অবশ্যই আপনার ক্রয় সীমার মধ্যে

আপনার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সার্ভিসের জন্য যোগাযোগ করুন।

বিটস বাইটস কমপিউটার
১৬৭/১ পূর্ব রাজাবাজার , ঢাকা
ফোন ঃ ৮১১১৯৬, ৩১৪৮৩৩, ৩১১৯৯৪